২০-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা পড়াশোনায় কখনও ক্লান্তি অনুভব কোরোনা, অক্লান্ত হতে হবে। অক্লান্ত হওয়া অর্থাৎ কর্মাতীত অবস্থায় স্থিত হওয়া ।

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা এখন কি প্রতিজ্ঞা করেছ এবং কেন ?

উত্তরঃ- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাউকে দুঃখ দেবেনা । সবাইকে সুখের পথ বলে দেবে ।

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ যজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হয় ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা নিজেদের ট্রাস্টী ভাবে অর্থাৎ মন থেকে সবকিছু স্যারেন্ডার বা সমর্পণ করে দেয় । তারা গৃহস্থে বাস ক'রে, শরীর নির্বাহের জন্যে সমস্ত কর্তব্যও ক'রে কিন্তু ট্রাস্টী হয়ে। সুতরাং তারা শিববাবার ভান্ডার থেকে ভোজন গ্রহণ ক'রে ।

গান :- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি .... ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা পিতার সন্ধান পেয়েছে আর অনুভবী হয়ে বলছে যে বরাবর কাঁটা থেকে ফুলে পরিবর্তন অন্য কেউ করতে পারবেনা । ভারত দিব্য ফুলের পরীস্তান ছিল। এখন কাঁটার জঙ্গল হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন যা কিছু শুনছ সেসব মহাবাক্য শোনো, এইসব যিনি শোনাচ্ছেন তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা । ওঁনার প্রত্যেকটি কথা হল মহান। তিনি হলেন মহান সুখের সাগর । মহান জ্ঞানের সাগর। মহান শান্তির সাগর। বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝেছ, পূর্বে আমরা প্রতিটি কথায় কাঁটা ছিলাম। প্রতিটি কর্মেন্দ্রীয়ের দ্বারা একে অপরকে দুঃখ দিয়েছি। এখন আমরা নিজেরাই কর্মেন্দ্রীয়ের দ্বারা কাউকে দুঃখ না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। যেমন বাবা হলেন দুঃখ-হর্তা এবং সুখ-কর্তা তেমনই বাচ্চাদেরও সেই স্বরূপে পরিণত হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবেনা, প্রত্যেককে সুখধামের পথ-ই বলে দিতে হবে। এইসব ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা কার মতামত অনুসারে চলে ? শ্রীমত অনুসারে । ব্রহ্মার মতামত গায়ন আছে। এমনিতে সবাই বলে যে --- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, কিন্তু গুরুকে ভগবান বলা যাবেনা । তাদের দেবতা বলা হয়। তাদের মাতা-পিতাও বলা যাবেনা । বাবা বোঝাচ্ছেন লৌকিক মাতা-পিতার কাছে অল্পকালের সুখের বর্সা প্রাপ্ত হয়। সেসব প্রাপ্ত হওয়ার পরেও পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ করা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে তো স্মরণ করা হয় না । তাঁদের মাতা-পিতা বলা হবেনা । তাঁরা তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । তাঁদের ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়। এত সব বাচ্চা রয়েছে, তারা এঁদের কাউকেই মাতা-পিতা বলতে পারেনা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণকেও সবাই মাতা-পিতা বলতে পারেনা। এইসব পারলৌকিক মাতা-পিতার জন্যে গায়ন রয়েছে । তুমি মাতা-পিতা আমরা সন্তান (বালক) তোমার ..... অনেকে আশীর্বাদ , কৃপা চেয়ে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বেহদের বাবা কিভাবে আশীর্বাদ বা কৃপা করেন। এমন তো বলেননা আয়ুষ্মান ভব বা চিরঞ্জীবী ভব। বাবা তো এসে সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আশীর্বাদ বা কৃপা ভক্তিমার্গে অতিরিক্ত দান করা হয় একে অপরকে । সুদৃষ্টি বা দয়া দৃষ্টি কেবল পরমপিতা পরমাত্মার হতে পারে অন্য কারুর নয়। এমনও নয় কেউ দেখা মাত্রই

দেবতায় পরিণত হয়। নয় , এখানে তো এই হল শিক্ষা কেন্দ্র , পাঠশালা । পাঠশালায় পড়াশোনা করতে হয়।

এখন তোমরা জানো তিনিই নিরাকার এই সাকার দেহে উপস্থিত হয়েছেন। মাম্মা , বাবা , দাদা এই হল পরিবার , ঈশ্বরীয় পরিবার । এত বিশাল পাঠশালা শহর ক্ষেত্র থেকে একটু দূরে হওয়া উচিত । এখানেও দেখো শহর থেকে কত দূরে রয়েছে । কতখানি নীরবতা এইখানে কারণ আমাদের শান্তি প্রয়োজন । আমাদের শান্তিধাম ফিরে যেতে হবে। শান্তিধাম কাকে বলা হয় , এখন তোমরা সেসব বুঝতে পেরেছ। আত্মা হলই শান্ত স্বরূপ। মনের শান্তি চাই , এমন বলা যাবেনা । আত্মাতেই তো মন-বুদ্ধি রয়েছে কিনা। আত্মা ও শরীর হল পৃথক। নাক , কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কোনো শান্তির প্রয়োজন নেই। শান্তি প্রয়োজন আত্মার। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে , তখনই ইমার্জ হয় যখন শরীর প্রাপ্ত হয়। আত্মাতেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে। এইটুকু আত্মাতে কত বিশাল মাত্রায় পার্ট ভরা আছে। শরীর প্রাপ্ত হলেই সে পার্ট প্লে করবে। এইসব কথা তোমরা এখন জানো। নিশ্চিত রূপে দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট নিয়ত আছে। এইসব এখন তোমরা জানো , সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবেনা । এই সময়েই গায়ন হয় হীরা সম জন্ম অমূল্য ..... কারণ তোমরা হয়েছ এখন ঈশ্বরীয় সন্তান । মাম্মা বাবা বলো কিনা । অজ্ঞান-কালেও গায়ন ছিল --- তুমি হলে মাতা-পিতা .... এই গানে কার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । সেই কথাও জানা ছিলনা। তোমরা প্র্যাকটিকেলে গহন সুখের বর্সা প্রাপ্ত করছ। এখন বুঝতে পারছ যে জন্ম-জন্মান্তর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও এইরূপ পতন হয়েছে। এইসবও ড্রামাতে ধার্য রয়েছে । ভক্তি করতেই হবে , না-ই ভক্তি পরিবর্তিত হবে , না-ই জ্ঞান পরিবর্তিত হবে। ভক্তির সরঞ্জাম সামগ্রী অনেক। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পরিমাণে প্রচুর । লিস্ট তৈরী করলে বিশাল লিস্ট তৈরী হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কি-কি করছে। কতরকমের মেলা মিলনোৎসবের আয়োজন হয়। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা অর্ধকল্প ভক্তি করে তোমরা ক্লান্ত হয়েছ। এই পড়াশোনাতে ক্লান্ত হওয়ার কথাই নেই , এ তো আরও খুশীর কথা কারণ এ হল আয় বহুল বিষয়। ধন উপার্জনের কথায় কখনও তন্দ্রা বা নিদ্রা আসা উচিত নয়। ধারণা যদি কাঁচা হয় , নলেজের ভ্যালু জানা না থাকলে আলস্য অনুভব হয়। বাবার স্মরণে বসলেও অনেকখানি আয় হওয়া সম্ভব । এই কর্মে ক্লান্ত হবেনা । বিবেক বলে তোমাদের অক্লান্ত নিশ্চয়ই হতে হবে। পুরুষার্থ করতে করতে অক্লান্ত অর্থাৎ কর্মাতীত অবস্থায় স্থিত হতে হবে। এবারে যে পুরুষার্থ করবে। মালাটি কত ছোট। প্রজা তো অনেক হয়। বাবা তো পুরুষার্থ করাতেই থাকেন। বলেন ফলো ফাদার মাদার । বাচ্চারা তো অনেক তাইনা । প্রজাপিতা ব্রহ্মার-ও অ্যাডপ্ট করা বাচ্চারা রয়েছে কিনা । শিববাবার অ্যাডপ্ট করা বাচ্চা বলা হবেনা । আত্মারা তো শিববাবার- ই সন্তান হয়। অজ্ঞান-কালেও শিববাবা নাম বলাই হয়। কিন্তু শিববাবা কে ? ওঁনার কি পার্ট ? এইসব কেউ জানেনা । শিববাবা বলেন ড্রামাতে আমারও পার্ট ধার্য রয়েছে । এমন নয় যা চাই তাই করি। আমাদেরও যা পার্ট আছে তাই তো প্লে হবে তাইনা । এই বিষয়ে কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়ার কথাই নেই। বাবা জানেন বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করতে হবে --- জ্ঞান-যোগের দ্বারা । তোমাদের ভরণ-পোষণ হয় জ্ঞান এবং যোগের। আমাকে বাবা বলা হয়, কেননা আমি হলাম রচয়িতা কিনা। তাই নিশ্চয়ই বাবা বলা হবে। লৌকিক মাতা-পিতা থাকা সত্বেও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করা হয়। এখন তোমরা জানো পারলৌকিক মাতা-পিতা এমনভাবে আসেন এবং রাজযোগের শিক্ষা দেন। হ্যাঁ , শরীর নির্বাহের জন্যে সবাইকে কর্ম কর্তব্য তো করতেই হবে । ভোজনের বিষয়ে সাবধানতার জন্যে এই কথাটি বোঝান হয় যে অপবিত্র কোনো বস্তু খাবেনা। বাকি

লৌকিক বাড়িতে তো থাকতেই হবে । স্যারেন্ডার হয়ে গেছ কিনা। বাবা এইসবকিছু হল তোমার। বাবার সবকিছু ভাবলে তারা যে ভোজন গ্রহণ ক'রে সেসব হয়ে যায় যজ্ঞের ভান্ডারের খাদ্যদ্রব্য । আমরা হলাম ট্রাস্টী । আমরা যজ্ঞের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করি , সেসব তো হয়ই সতোগুণী । যদি মনোভাব অর্পণময় নয় , নিজেকে ট্রাস্টী ভাবেনা তবেতো সে যজ্ঞের নয়। প্রথমে তো নিজেকে ট্রাস্টী ভাবতে হবে। মানুষ বলেও থাকে যে ঈশ্বর-ই সকলকে দিয়ে থাকেন। দেবতাদের পূজো অর্চনা করা হয়। তারা ভাবে দেবতাদের দ্বারা প্রাপ্তি হয়। এমনও ভাবে যে গুরুর কৃপায় প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সকলকে দান করেন একমাত্র বাবা। সকলের দাতা একজন-ই । ভক্তিমার্গে প্রত্যেকে একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই ইনসিওর ক'রে । ভাবে পর জন্মে প্রাপ্ত হবে। তোমরাও সবকিছু বাবার কাছে ইনসিওর করো । এই শিক্ষা অর্জন করা হয় , পর জন্মের জন্যে । সু-কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করা হয় অর্থাৎ ইনসিওর করা হয়। ঐ হল পরোক্ষ ভাবে অর্পণ বিধি আর এই হল প্রত্যক্ষ অর্পণ বিধি। তারা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানেনা তাই সবকিছু অর্পণ করতে পারেনা। এখানেতো সবকিছু অর্পণ করা হয়। বাবা বলেন নিজেকে ট্রাস্টী ভাবো। তোমরা যে ভোজন গ্রহণ করো , ভেবে নাও আমরা শিববাবার যজ্ঞের ভান্ডার থেকে গ্রহণ করছি। তোমাদের যত্নশীল হতে হবে। কেউ তমোগুণী ভোগ অর্পণ করতে পারবেনা । মন্দিরেও শুদ্ধ ভোগ অর্পিত হয়। তারা হল বৈষ্ণব । বিকারী তো সকলেই । নির্বিকারী শ্রেষ্ঠ শরীর এখানে কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণের হয় শ্রেষ্ঠ শরীর তাইনা । ভ্রষ্টাচারী বিকারীদের বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বিরাজিত আছি , যাঁদের অর্ধকল্প আহ্বান করা হয়েছে। অর্ধকল্প ভক্তি করবে যারা তারা-ই এখানে আসবে। খুব তীক্ষ্ণ ভক্তি ক'রে তারা। বাচ্চারা তোমাদের এখন তীক্ষ্ণ জ্ঞান ধারণ করতে হবে। একটু প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট হয়ে যেওনা । কত পয়েন্ট দেওয়া হয় বোঝানোর জন্যে । বৃদ্ধা মাতারা এত কিছু বুঝতে পারেনা । তাদের বাবা বলেন তোমরা সকলকে শুধু এই বোঝাও যে পারলৌকিক পিতার পরিচয় পেয়ে সেই পিতাকেই স্মরণ করো। তোমরা হলে ভক্ত , তিনি হলেন ভগবান । ভগবানুওয়াচ --- তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার মুক্তিধামে চলে আসবে। কৃষ্ণ বলেন --- আমার বৈকুন্ঠে চলে আসবে। প্রথমেতো নির্বাণধামে যেতে হবে , তারজন্যে নিশ্চয়ই নিরাকার পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণ হলেন দেহধারী , ওনাকে স্মরণ করা অর্থাৎ পঞ্চ তত্বের দেহকে স্মরণ করা। এইটি ভক্তিমার্গ হয়ে গেল। এখন তোমরা জেনেছ যে ভক্তির কতখানি বিস্তার রয়েছে । সেকেন্ডে এই জ্ঞান দ্বারা স্বর্গের বর্সা বা অধিকার প্রাপ্ত হয়। দিনের পরে রাত এবং রাতের পরে দিন হয়। ভক্তি হল রাত। পদ-স্খলন হয় তাই নাম রাখা হয় অন্ধকার রাত। জানে তারা যে ব্রহ্মার দিন , ব্রহ্মার রাত হয়। বিষ্ণুর সম্বন্ধে কেন বলা হয়না ? এই জ্ঞান এখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই অর্জন করো , তাই ব্রহ্মার জন্যে গায়ন আছে। ব্রহ্মা-ই দিন এবং রাতকে জানেন। ব্রহ্মা জানেন এখন রাত পূর্ণ হয়েছে , দিন আরম্ভ হবে। ব্রাহ্মণদের দিন ও রাত। এইসবতো বুঝবার কথা কিনা । বিষ্ণু এমন বলবেননা যে আমার দিন ও রাত। তোমরা বলতে পারো --- এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা এতটাই উঁচু প্রালব্ধ প্রাপ্ত করি , যে জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এই শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ত রয়েছে । পুনরায় ঐ শাস্ত্র তৈরী হবে, যে বিষয়ে বলা হয় প্রাচীন পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এমন নয় ধরিত্রী থেকে শাস্ত্র ইত্যাদি উদয় হবে। বাবা এসে সত্য বলে দেন। এই সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী পুনরায় উত্থিত হবে । বৃদ্ধা মাতাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দাও যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা যিনি পরমধামে নিবাস করেন। যেখানে আত্মারাও নিবাস ক'রে সেই স্থানটি হল উচ্চ স্থান মূলবতন তারপরে রয়েছে সুক্ষবতন সেখানে নিবাসরত রয়েছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর । তারপরে স্থূলবতনে এসো

যেখানে সর্ব প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয় , যে নতুন রচনাটি বাবার দ্বারা রচিত হচ্ছে , পতিতদের পবিত্রে পরিণত করছেন । বলাও হয় পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পতিত হয়েছে যাহা পবিত্রে পরিণত করেন। যারা পরিশ্রম করবে তারা-ই পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। মুখ্য কথা হল নিজের পিতাকে এবং নিবাস-স্থানকে স্মরণ করা। সবাইকে এই একটি কথাই বলো যে হে আত্মারা এবারে ফিরতে হবে মুখ্য নিবাসে , তোমরা সবাই আত্মা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শরীর তো সকলেরই শেষ হয়ে যাবে। আত্মা স্বরূপে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই । মূলরূপে হলাম ব্রাদার্স , দৈহিক সম্পর্কে আবার ভাই-বোন হই। এইসব খুবই মিষ্টি কথা ।

তোমরা এখানে হোস্টেলে বসে রয়েছ। তোমরা এখানকার বাসিন্দা । হোস্টেলে এইজন্য রাখা হয় যাতে বাইরের খারাপ সঙ্গ যেন স্পর্শ না করতে পারে। এখানে তোমাদের সঙ্গ হয় নির্বিকারীদের সঙ্গে । আচ্ছা আজ তো ব্রহ্মা-ভোজনের আয়োজন রয়েছে । শিববাবাতো ভোজন গ্রহণ করেননা । তিনি তো হলেন অভোক্তা । দেবতারা ব্রাহ্মণদের ভোজন গ্রহণ করা পছন্দ করেন কেননা এই ব্রাহ্মণের ভোজন দ্বারা-ই দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণের ভোজনের কতখানি গুরুত্ব রয়েছে । সেই ভোজনের এতটাই প্রভাব পড়ে। তোমাদের যদি সত্য পবিত্র যোগীদের হাতে তৈরী ভোজন প্রাপ্ত হয় তবে তোমাদের বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। সারাদিন শিববাবার স্মরণে স্থিত হয়ে কেউ যদি স্ব-দর্শন চক্র চালিয়ে ভোজন প্রস্তুত ক'রে - এমন যোগী প্রয়োজন । পবিত্র তো অনেকেই হয়। বিধবা মাতা অথবা কুমারী কন্যারা পবিত্র হয়। কিন্তু যোগিনী স্বরূপ যেন হয় । যোগিনীদের হাতে প্রস্তুত ভোজন প্রাপ্ত হলে তোমাদের অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। ৫-৭ জন এইরকম চাই । ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা এইরূপ হয়ে যাবে। যোগে অনেক প্রভাব পড়বে। বাচ্চারা এমন হোক যারা যোগে স্থির হয়ে ভোজন প্রস্তুত করবে। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে ফলো করে জ্ঞান-যোগের দ্বারা সকলের লালন-পালন করতে হবে। নিজেকেও সেই প্রতিপালনে রাখতে হবে। জ্ঞান-যোগের বিষয়ে তীক্ষ্ণ হতে হবে।

২) পবিত্র এবং যোগী আত্মার দ্বারা প্রস্তুত ভোজন গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধির শুদ্ধতার জন্যে ভোজন গ্রহণে খুব সাবধান হতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে ড্রামার প্রতিটি মুহূর্তের পার্টকে দর্শনকারী মাস্টার নলেজফুল হও (ভব) ।

ব্যাখা: ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে দেখো যে আমরা গতকাল কিরূপ ছিলাম, বর্তমানে কিরূপে রয়েছি এবং আগামী কালে কিরূপে পরিণত হব ..... এই ড্রামাতে আমাদের বিশেষ পার্ট নির্ধারিত রয়েছে । এতটাই স্পষ্ট অনুভব যেন হয় যে গতকাল আমরা দেবতা ছিলাম আর আগামীকাল পুনরায় দেবতা স্বরূপে পরিণত হব। তিনটি কালের নলেজ আমরা পেয়েছি । যেমন কোনো দেশের টপ পয়েন্ট অর্থাৎ কোনো উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ শহরের দর্শন করা আনন্দদায়ক , ঠিক তেমনই সঙ্গমযুগ হল টপ পয়েন্ট, যেখানে দাঁড়িয়ে নলেজফুল হয়ে প্রত্যেকের পার্ট দেখাটাও আনন্দদায়ক ।

শ্লোগান – যে সর্বদা যোগযুক্ত থাকে তার স্বতঃই সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তি হয় ।